সূচিপত্র

প্রাককথন। চিন্ময় গুহ ৯
আত্মপক্ষ। শিলাদিত্য সেন ১১

হলিউড : আমেরিকার অভিভাবকত্ব
হলিউডের রাজনীতি ১৫
অস্কার, আমেরিকার ভুবনায়ন ১৮
হলিউডের নতুন ভিলেন ২২
যুদ্ধের ছবির 'মানবিক' ধরন হলিউডে ২৭
আমেরিকা : বীরত্বের পরাকাষ্ঠা ৩৫
হলিউডের কুলীন হিরো ৩৬
অভিবাসীর আমেরিকা ৪০
আত্মপ্রতারক আমেরিকা ৪৩

বলিউড : গরিষ্ঠের হিন্দুত্ব
সংখ্যাধিকের সংস্কৃতি : হিন্দুত্ব ৪৯
রাষ্ট্র আর তার 'শত্রু' ৬১
রাষ্ট্রের উপযুক্ত 'ভাল' মুসলমান ৬৫
কাশ্মীর : আমাদের উপবন ৬৯
ব্যক্তির বকলমে রাষ্ট্রই নায়ক ৭২
'ভাল মুসলমান' হওয়ার শিক্ষা ৭৬
ওঁরা আর আমরা ৮০
রাষ্ট্রের 'গণতান্ত্রিক' বন্দুক ৮৩
হিন্দুত্ব, সহিংস প্রস্তুতি ৮৮
একমাত্রিক পরিচয়েই হিংসার জন্ম ৯১
প্রতিশোধ কিন্তু আত্মপ্রতারক ৯৪
প্রতিহিংসাই তবে আত্মরক্ষার উপায়? ৯৮
রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তি ১০১
মানুষ তো রাষ্ট্র নয় ১০৩
বলিউডের মুখ ও মুখোশ এবং পাকিস্তান ১০৫

সূচিপত্র

প্রাককথন। চিন্ময় গুহ ৯
আত্মপক্ষ। শিলাদিত্য সেন ১১

হলিউড : আমেরিকার অভিভাবকত্ব
হলিউডের রাজনীতি ১৫
অস্কার, আমেরিকার ভুবনায়ন ১৮
হলিউডের নতুন ভিলেন ২২
যুদ্ধের ছবির 'মানবিক' ধরন হলিউডে ২৭
আমেরিকা : বীরত্বের পরাকাষ্ঠা ৩৫
হলিউডের কুলীন হিরো ৩৬
অভিবাসীর আমেরিকা ৪০
আত্মপ্রতারক আমেরিকা ৪৩

বলিউড : গরিষ্ঠের হিন্দুত্ব
সংখ্যাধিকের সংস্কৃতি : হিন্দুত্ব ৪৯
রাষ্ট্র আর তার 'শত্রু' ৬১
রাষ্ট্রের উপযুক্ত 'ভাল' মুসলমান ৬৫
কাশ্মীর : আমাদের উপবন ৬৯
ব্যক্তির বকলমে রাষ্ট্রই নায়ক ৭২
'ভাল মুসলমান' হওয়ার শিক্ষা ৭৬
ওঁরা আর আমরা ৮০
রাষ্ট্রের 'গণতান্ত্রিক' বন্দুক ৮৩
হিন্দুত্ব, সহিংস প্রস্তুতি ৮৮
একমাত্রিক পরিচয়েই হিংসার জন্ম ৯১
প্রতিশোধ কিন্তু আত্মপ্রতারক ৯৪
প্রতিহিংসাই তবে আত্মরক্ষার উপায়? ৯৮
রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তি ১০১
মানুষ তো রাষ্ট্র নয় ১০৩
বলিউডের মুখ ও মুখোশ এবং পাকিস্তান ১০৫

শিল্পের আয়ুধ : কসমোপলিটান কলকাতা

পারফেক্ট নয়, স্বর্গও নয়, আধ-পাগলাটে ১১৭
ক্লান্ত পুলিশ, ঠেলাওয়ালা, স্যামসন ১২০
বীরেনও কিন্তু আমাদের সহনাগরিক ১২৩
ওঁরা আছেন, তাই ১২৬

অস্কার, আমেরিকার ভুবনায়ন

ফেলিনির শেষ ছবিতে প্রথম রোবের্তো বেনিনির অভিনয় দেখি। 'ভয়েস অফ দ্য মুন'। প্রয়াণের পর রেট্রোস্পেক্টিভ চলছিল ফেলিনির, মুম্বইতে, '৯৫ সালের আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসব ইফি-তে। মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া অদ্ভুত এক চরিত্রে অভিনয় করছিলেন বেনিনি, সমস্ত স্মৃতি অনুভূতি লোপ পেতে বসেছে তাঁর, সারা শহর ছেয়ে গেছে টিভি স্ক্রিন আর অ্যান্টেনায়, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সে সারাক্ষণ চাঁদের কণ্ঠস্বর শুনতে চায়।

ইটালির বিখ্যাত কমেডিয়ান বেনিনি নিজের তৈরি 'লাইফ ইজ বিউটিফুল'-এর জন্যে সেরা অভিনেতার অস্কার জিতলেন এবার। এই প্রথম আমেরিকার বাইরের কোনও অভিনেতা পেলেন শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। শুধু নায়ক কিংবা পরিচালক নন, ইটালিতে তুমুল জনপ্রিয়তা টিভি তারকা হিসেবেও। বেনিনির বিস্ময়কর সাফল্য এবার সাত-সাতটি অস্কার নমিনেশন, 'লাইফ ইজ বিউটিফুল'-এর সূত্রে। মার্কিন মুলুকের বাইরে এতগুলি নমিনেশন আগে কখনও কোনও অ-ইংরেজিভাষী ছবি পায়নি। কারণ জানতে চাওয়া হলে 'অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স'-এর প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এ হল 'এ ট্রিবিউট টু ডাইভারসিটি।'

লাইফ ইজ বিউটিফুল

সত্যি? বৈচিত্র্যের জন্যে, বিশ্বের তাবড় ভাল ছবিকে উৎসাহ জোগাবার জন্যে মোটেও অস্কার দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় এ.এম.পি.এ.এস-এর তৈরি ছবিগুলিকে পুরস্কৃত করার জন্যে, যাতে বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য করা যায়।

অতএব বৈচিত্র্য নয়, বাজার তৈরির যোগ্যতা অর্জন করছে বলেই বেনিনির ছবির এতগুলি নমিনেশন। বক্স অফিস থেকে জানা যাচ্ছে এ পর্যন্ত শুধু উত্তর আমেরিকাতেই ৩৫ মিলিয়ন ডলারের ওপর বাণিজ্য করেছে এই ছবি। তৈরিও হয়েছে ইটালি, কলম্বো ও আমেরিকার যৌথ প্রযোজনায়। এই যে বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা, তাকে একমুখী বা আমেরিকামুখী করে তুলতে পেরেছেন বেনিনি, সেটাই কৃতিত্বের। গোটা পৃথিবীই তো এখন একমুখী, এক মেরুকরণে বিশ্বাসী। যার একটাই গোলার্ধ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সেরা বিদেশি ছবিরও অস্কার জিতেছে বেনিনির ছবি। অন্য যে কটি ছবি ছিল নমিনেশনে, তার মধ্যে ব্রাজিলের 'সেন্ট্রাল স্টেশন' বা ইরানের 'চিলড্রেন অফ হেভেন' শিল্পমণ্ডিত হলেও বিষয়বস্তুতে কিন্তু বড্ড দেশি। দুঃখ দারিদ্র্যের চেহারাটা এত বেশি যে জীবনের 'অসুন্দরই' চিত্রিত হয় এতে। 'সুন্দর' না হতে পারলে মার্কিন মুলুকে জনপ্রিয় হওয়া যায় না, 'ইউনিভার্সাল' হয়ে ওঠা যায় না।

বেনিনির বরাবর নজর ছিল কী ভাবে নিজের ছবিকে 'সুন্দর' করে তুলবেন। যদিও তাঁর ছবির বিষয় 'হলোকস্ট', দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের ইহুদি নিধন, সাক্ষাৎকারে কিন্তু তিনি বলেছেন, এই 'হলোকস্ট' আসলে দুঃস্বপ্ন,

হলোকস্ট : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের ইহুদি নিধন

শিন্ডলার্স লিস্ট

আর তার পাশে জীবন বড় সুন্দর। কথাগুলো বেশ, এই সত্যের মুখোমুখি হতে হাজির ছিলাম জানুয়ারিতে, হায়দরাবাদে। আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসব 'ইফি'-র সমাপ্তি ছবি ছিল 'লাইফ ইজ বিউটিফুল'। টানটান শিরদাঁড়ায় দেখে গেছি, বেনিনির কী চমৎকার অভিনয়। ছবিটি সত্যিই সুন্দর। এক কথায় 'স্পেক্টাকুলার'। হাসি, হুল্লোড়, গান, নাচ, নিসর্গ, প্রেম, টানটান গল্প, সুন্দরী নায়িকা, মিষ্টি এক বাচ্চা ছেলে, রঙ, কোরিওগ্রাফি, সব মিলিয়ে জমজমাট। বেনিনির কথাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় 'ফিল্ম ইজ বিউটিফুল'। মনে হয় যেন কোনও টেলিসোপ দেখছি। আসলে বেনিনির মতো টিভি তারকা জানেন, ফেলিনির ছবির সেই শহরটার মতোই গোটা পৃথিবী এখন ছেয়ে গেছে টিভি স্ক্রিন আর অ্যান্টেনায়। অতএব সেই মতো তাঁর সহজপাচ্য উপভোগ্য 'ইউনিভার্সাল' ছবি করা, ছবির বাজার তৈরি করা। বিশ্বে, বিশেষ করে মার্কিন মুলুকে।

স্ল্যাপস্টিক ফার্স কিংবা প্রহসনের নামে বেনিনি যেন বিজ্ঞাপনের ছবি করেছেন, যার সৌন্দর্যে মশগুল হয়ে আমরা ভুলে যেতে থাকি, ইহুদি নিধন আসলে ইতিহাসেরই অংশ, 'হলোকস্ট' সেখানে হয়ে ওঠে 'অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রি' কিংবা 'মিথ'।

আসলে তিনি জানেন, ফেলিনির ছবির সেই নায়কের মতো সকলেরই এখন স্মৃতি লোপ পেতে বসেছে, যেটুকু অবশিষ্ট সেটুকুও আস্তে আস্তে মুছে যাবে টিভি মিডিয়ার বিনোদনের চাপে। অতএব সেই স্মৃতি ফেরানোর চেষ্টায় লাভ কী, বরং তা যাতে আর না ফেরে সেই চেষ্টাই করা উচিত। তাই-ই করেছেন বেনিনি, যাতে ইহুদি হত্যার পোড়া গন্ধ বা বিভীষিকা আর যেন আমাদের ইন্দ্রিয়কে উত্যক্ত না করতে পারে। 'হলোকস্ট' তাই তাঁর ছবিতে শুধু দুঃস্বপ্ন, পুরাকালের গল্প, মহাফেজখানার বস্তু।

এতেও ক্ষান্ত হননি বেনিনি। স্বপ্ন দেখাতে হবে তো, জীবনকে স্বপ্নময় করে তুলতে হবে। ছবিতে তাই গুইদো তার বালকপুত্রটিকে নাৎসিদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে লক্ষ্মী হয়ে থাকার জন্য পুরস্কারের স্বপ্ন দেখায়। পুরস্কারটি হল একটি

ট্যাঙ্ক, যুদ্ধের ট্যাঙ্ক। নাৎসি সেনার বন্দুকের গুলিতে গুইদো মারা যাওয়ার পর তার পুত্র ছোট্ট গিয়োস্যু একদিন সকালে বিশাল চত্বরে একা দাঁড়িয়ে থাকে। নাৎসিরা চলে গেছে, যুদ্ধ প্রায় শেষ। হঠাৎ তার বাবার বলা পুরস্কারটা প্রায় স্বপ্নের মতো সামনে এসে দাঁড়ায়। ট্যাঙ্ক, মার্কিন সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক। সেই ট্যাঙ্ক থেকে এক সুঠাম সুন্দর মার্কিন সৈনিক বেরিয়ে এসে পরম মমতায় কোলে তুলে নেয় তাকে, তারপর আর একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে তুলে দেয় গুইদোর স্ত্রীর হাতে। মা আর সন্তানের মিলনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় ছবি।

শতকের শেষ প্রান্তে এসে যখন বেনিনি ফিরে দেখছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা 'হলোকস্ট'কে, একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই পৃথিবীর তাবৎ মানুষের পরিত্রাতা মনে হচ্ছে তাঁর, আগেও যেমন, আজও তেমন। ঠিকই তো, আমেরিকাই তো আমাদের একমাত্র অভিভাবক, নিপীড়িত মানুষের পরিত্রাতা। তাই তার যে কোনও রণনীতিই ধর্মযুদ্ধের নামান্তর মাত্র। শান্তি বজায় রাখতেই তার এত শক্তি প্রদর্শন, যুদ্ধের ট্যাঙ্ক। ধন্য, বেনিনি, ধন্য। আগামী প্রজন্মের জন্য তাদের জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য অসামান্য উপহার দিয়েছেন আপনি।

অস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে বারে বারে চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন বেনিনি। দেখেশুনে একটু যেন বিরক্তই হচ্ছিলেন স্পিলবার্গ, শিন্ডলার্স লিস্ট-এর রচয়িতা, 'হলোকস্ট' তাঁর কাছে ঠিক প্রহসন ছিল না। পুরস্কার নেওয়ার সময় বেনিনি বলেছেন 'ইটস এ কলোসাল মোমেন্ট অফ জয়।' বেনিনি এখন আর ফেলিনির ছবির সেই চরিত্রটির মতো অস্বাভাবিক নন। সম্পূর্ণ সুস্থ। চাঁদের স্বর এখন আর তিনি শুনতে পান না, চানও না সম্ভবত। কারণ, এখন তিনি শুধু একটা স্বরই শুনতে পান, সেটা ক্রমপ্রসারী বাজারের, আমেরিকার ভুবনায়নের।

১৯৯৯